ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩১ বর্ষ ২য় সংখ্যা

১৮ মাঘ ১৪২৩, ৩১ জানুয়ারি ২০১৭

অমর একুশে পালন উপলক্ষে ঢাবি'র প্রস্তুতি সভা

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা এবং সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, হলের প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি, অফিস প্রধানগণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমিতিসমূহের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব মোঃ মসিউর রহমান ও যুগ্ম-সচিব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী। সভার শুরুতে শহীদ ভাষা সৈনিক ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সমাপণী বক্তব্যে উপাচার্য জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারির নিরাপত্তা ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করে বিগত বছরগুলোর মত এবারও শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭-এ সতর্কতা, ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ২০ জানুয়ারি ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল প্রাঙ্গণে "৭ম ডাচ বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড-২০১৭"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুস ছাত্তার, বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল এবং দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. খোরশেদ আলমগীর কবির।

৭ম ডাচ বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড-২০১৭

তরুণ প্রজন্মকে ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে-উপাচার্য

গত ২০ জানুয়ারি ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল প্রাঙ্গণে "৭ম ডাচ বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড-২০১৭"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের সভাপতি অধ্যাপক ড. খোরশেদ আহমেদ কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুস ছাত্তার, বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল এবং দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আমরা দেশে সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসছি, আগে অর্ধেক শিশুও স্কুলে আসতো না। জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি অনুযায়ী আমাদের দুটি চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রথমটি হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে হবে। আরেকটি হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়ে-ছেলের মধ্যে সমতা অর্জন ও মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া। তিনি আরও বলেন, 'জাতিসংঘ ঘোষিত শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসা এবং মেয়েদের সমতা অর্জন করা আমাদের বিরাট অর্জন। জাতিসংঘের লক্ষ্যের সঙ্গে আরেকটি ছিল মান সম্মত শিক্ষা দিতে হবে। আমরা সবার জন্য সেই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারিনি। তার জন্য অবশ্যই সময় প্রয়োজন, আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, তরুণ প্রজন্মের মাঝে সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা লক্ষ্য করা যায়, ভালো ছাত্র হওয়ার চেষ্টা সকলেরই থাকে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রদের সব চেয়ে ভাল মানুষ হতে হবে। তোমরা লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাও তাহলে তোমরা ভাল মানুষ হতে পারবে।

উল্লেখ্য, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় বিজ্ঞান মেলা। এতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৭টি দল অংশ নেয়।

৫০তম সমাবর্তন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা গত ১১ জানুয়ারি ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানসহ সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, ডিন, প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি এবং অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৪ মার্চ ২০১৭ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সভা থেকে ১টি নির্বাহী কমিটি, ১টি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ২৫টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। গত ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে আবেদন পত্র বিতরণ শুরু হয়েছে এবং যথাযথভাবে পূরণ করার পর রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিয়ে আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই পত্রিকায় প্রকাশিত করা হয়েছে।

সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ৫০তম সমাবর্তন বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজনে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ৫০তম সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা থাকবেন কানাডার ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ও ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. অমিত চাকমা। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁকে ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করা হবে। সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদ।

ডিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ২৭(৫) ধারা এবং অধ্যাদেশের (২য় খন্ড) ১৮নং অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অনুষদের ডিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে উপাচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। নির্বাচিত ডিনগণ হলেন : ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (কলা অনুষদ), রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ (বিজ্ঞান অনুষদ), আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ (আইন অনুষদ), ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ), অর্থনীতি বিভাগের অধ্যপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ), উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক (জীববিজ্ঞান অনুষদ), ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী এন্ড ফার্মাকোলজী বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আবদুর রহমান (ফার্মেসী অনুষদ), অংকন ও চিত্রায়ন বিভাগের অধ্যাপক নিসার হোসেন (চারুকলা অনুষদ), ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. এস. এম. মাকসুদ কামাল (আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ) এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী অনুষদ)।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফিরে আসেন তখন বিজয় পরিপূর্ণতা পায় -উপাচার্য

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি জসীম উদ্‌দীন হল সংলগ্ন মাঠে আলোচনা, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী ও

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনানুষ্ঠানে "বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার, বিচার, মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেও বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে না আসায় আমাদের বিজয় অপূর্ণ ছিল। ১০ জানুয়ারি তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তখন বিজয় পরিপূর্ণতা পায়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মতোই ১০ জানুয়ারির ভাষণ আমাদের জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক ভাষণ। এই ভাষণ সবসময় আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশনা ও প্রেরণা দেয়। উপাচার্য আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে। জাতির উদ্দেশে * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

আন্তর্জাতিক মডেল ইউএন সম্মেলন

পৃথিবীকে সুন্দর করতে সর্বত্র শান্তির সংস্কৃতি জোরদার করতে হবে- উপাচার্য

সম্মেলনের মহাসচিব আশাবুল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাবেক কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশন্স-এর উদ্যোগে ৪দিন ব্যাপী 'আন্তর্জাতিক মডেল ইউনাইটেড নেশন্স সম্মেলন' গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও গোঁড়ামি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে সর্বত্র শান্তির সংস্কৃতি আরও জোরদার করতে হবে। * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপাচার্য ভবন চত্বরে একটি স্ক্রু-পাইন (Screw Pine) গাছের চারা রোপণ করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এ সময় রোভার স্কাউট সম্পাদক ও প্রধান স্কাউট লিডার অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব এবং রোভার স্কাউট লিডার ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফিরে আসেন

(১ম পৃষ্ঠার পর) দেয়া ভাষণে তিনি যেভাবে পরিসংখ্যান দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন সেটি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত। এটিকে আরও দ্রুত করতে প্রধানমন্ত্রী যে ভিশন মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন তার সাথে নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করতে হবে। নতুনরা যত বেশি ঐক্যবদ্ধভাবে এই গণতান্ত্রিক যাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যুক্ত হবে, তত দ্রুত আমরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হব।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সূর্যসেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কবি জসীম উদদীন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. রহমত উল্লাহ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমান, বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া প্রমুখ।

পৃথিবীকে সুন্দর করতে সর্বত্র শান্তির

(১ম পৃষ্ঠার পর) আন্তর্জাতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতিসংঘ বৈশ্বিক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, সব মানুষের সমান মর্যাদা নিশ্চিত করতে আমাদের সামষ্টিক প্রজ্ঞার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আজকের তরুণ প্রজন্মকে মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা গ্রহণ করে একবিংশ শতাব্দীর যোগ্য বিশ্ব নাগরিক হতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, আফগানিস্তান, ফিলিপাইন্‌স এবং ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫শ' যুবক ও শিক্ষার্থী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

অমর একুশে উদ্‌যাপন

(১ম পৃষ্ঠার পর) অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের কর্মসূচী পরিচালনার উদ্দেশ্যে সভায় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালকে সমন্বয়কারী এবং শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ রহমত উল্লাহকে যুগ্ম-সমন্বয়কারী করে অমর একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ এম আমজাদ এই কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়া সভায়, মহান অমর একুশে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১১টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ ঘোষণা মঞ্চ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, সাজ-সজ্জা উপ-কমিটি, জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, বৈদ্যুতিক আলো ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, পরিবহন উপ-কমিটি, বাজেট উপ-কমিটি, আপ্যায়ন উপ-কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, শৃঙ্খলা উপ-কমিটি, দাপ্তরিক কার্যাবলী ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি এবং একুশের রাতে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ উপ-কমিটি।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১১ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ৬ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

অফিসার্স এসোসিয়েশন নির্বাচন

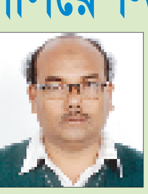

সৈয়দ আলী আকবর

একেএম আবু মুছা চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন নির্বাচনে সৈয়দ আলী আকবর সভাপতি এবং একেএম আবু মুছা চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন।

নির্বাচিত অন্য কর্মকর্তাগণ হলেন : সহ-সভাপতি- মোঃ সোহরাব উদ্দিন, আবুল হাসানাত মোল্লা, কোষাধ্যক্ষ - মোহাম্মদ মোস্তাজ আলী, যুগ্ম-সম্পাদক - মোঃ কামরুল হাসান, সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক - মোঃ মনির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক - মোঃ মনিরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক - এ কে এম বশীর, দপ্তর সম্পাদক - মুহাম্মদ আহসানুল কবির, মহিলা সম্পাদক - সুমনা আক্তার, সদস্য - খোরশেদ আলম, মোঃ মুসলিম মিঞা, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, নান্না মিয়া, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ রুহুল আমিন, মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, শামীম আরা-১, মোঃ ছানোয়ার হোসেন এবং মোঃ জহিরুল ইসলাম।

বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬-২০১৭

রোকেয়া হল

রোকেয়া হলের বার্ষিক অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। খেলার উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক, হলের আবাসিক শিক্ষকসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের এম ফিল ছাত্রী খাজিদা পারভীন চ্যাম্পিয়ন এবং মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী শর্মিতা আহমেদ লিয়া রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রতিযোগিতায় ২০টি ইভেন্টে খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল

বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের ২৬তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ৬ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। এ সময় বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকারসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী আছিয়া আকতার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী তাসফি আকতার রানার আপ হয়েছেন।

বিজয় একাত্তর হল

বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ৭ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। পুরস্কার বিতরণ করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। এ সময় বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়াসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় দর্শন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ জামিউল হক এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমান যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র আল শাহরিয়ার মেহেদী রানার আপ হয়েছেন।

স্যার এ এফ রহমান হল

স্যার এ এফ রহমান হলের ৪১তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১০ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় স্যার এ এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আফতাব উদ্দিনসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র ইকরামুল আলম আসিফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মেহেদী হাসান রানার আপ হয়েছেন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১১ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। খেলার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। এ সময় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবুল আলম জোয়ার্দারসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় জাহিদ হাসান চ্যাম্পিয়ন এবং মো. ফরহাদ পাটোয়ারী রানার আপ হয়েছেন।

কবি সুফিয়া কামাল হল

কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১২ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। এ সময় কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমানসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থত ছিলেন।

খেলায় দর্শন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী তাহমিনা আফসার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী বেনজীর কামাল রানার আপ হয়েছেন।

জগন্নাথ হল

জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এ সময় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকারসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র শ্রী কৃষ্ণ হালদার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র সাইমন রিসিল রানার আপ হয়েছেন।

ফজলুল হক মুসলিম হল

ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। এ সময় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকারসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ফয়সাল আহম্মদ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের ছাত্র মো. আরাফাত হোসেন রানার আপ হয়েছেন।

শামসুন নাহার হল

শামসুন নাহার হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। এ সময় শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহাসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় দর্শন বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্রী সাদিয়া ইসলাম মুনা চ্যাম্পিয়ন এবং একই বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী ইয়াসমিন সুলতানা রানার আপ হয়েছেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ১৬তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। এ সময় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীনসহ হলের আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ছাত্রী রেশমা আক্তার ইতি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, মার্কেটিং বিভাগের ছাত্রী মনিষা আইচ রানার আপ হয়েছেন।

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে রোকেয়া হলের বার্ষিক অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতা কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১২ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

স্যার এ এফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১০ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

শামসুন নাহার হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৪ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ৭ জানুয়ারি ২০১৭ সকালে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

যুক্তরাজ্য ও তানজানিয়ার গবেষকবৃন্দ

যুক্তরাজ্যের ল্যানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক ড. মনোজ রায়ের নেতৃত্বে ১০-সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষক ও গবেষক প্রতিনিধিদল গত ৯ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- তানজানিয়ার আর্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আলফোনস্ জি. কাইসি এবং যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জ্যাম্স রোথওয়েল।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বাথ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের ল্যানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক ড. মনোজ রায়ের নেতৃত্বে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে মত বিনিময় করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আরেফিন সিদ্দিক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রকল্পসহ ড. মনোজ রায়ের অন্যান্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

চীনা প্রতিনিধিদল

চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস (সিএএস)-এর অধ্যাপক ড. ওয়েনবিন লিউ-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৯ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- একই প্রতিষ্ঠানের সহযোগী অধ্যাপক ড. জি. লিউ এবং ড. লিরং গাও।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: ইমরান কাইয়ুম এবং অধ্যাপক ড. মো: আহসান হাবীব উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস (সিএএস)-এর মধ্যে জৈব দূষণ ও পরিবেশ বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে শিগ্গিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. রব হোপ গত ১১ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পিএইচডি গবেষক এলেক্স ফিশের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফসহ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত কয়েকজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। যুক্তরাজ্যের অধ্যাপক পরিবেশ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আরও সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের হেনান প্রদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতি বিভাগের উপ-পরিচালক চেং ঝিয়াংলি-এর নেতৃত্বে ৩৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. জোউ মিংডং এবং সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানম উপস্থিত ছিলেন।

চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চমৎকার ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫০ দশকের শেষ দিকে চীন সফর করেন। শিক্ষা, গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চীনের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চীনা ভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষার ওপর কোর্স চালু রয়েছে। এই ইনস্টিটিউট থেকে চীনের অনেক কূটনীতিক, সাংবাদিক এবং শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা কোর্স সম্পন্ন করে এখন চমৎকারভাবে বাংলায় কথা বলছেন। উপাচার্য উভয় দেশের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা কোর্স চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাস বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের আত্মত্যাগের কথা অবহিত করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এবং চীন যৌথভাবে ২০১৭ সালকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে। এরই অংশ হিসেবে চীন থেকে ৩৫-সদস্য বিশিষ্ট এই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল বর্তমানে বাংলাদেশ সফর করছে এবং বিভিন্ন স্থানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করছে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদল

যুক্তরাষ্ট্রের রিসলভ্ নেটওয়ার্কের পরিচালক ক্যানডেস রনডিয়াক্স-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্য ছিলেন একই সংস্থার সহযোগী সমন্বয়কারী বেথানি এল. ম্যাকগান। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান সন্ত্রাস, সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় আরও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের রিসলভ্ নেটওয়ার্কের মধ্যে গণহত্যা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিষয়ে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়েও তারা আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, রিসলভ্ নেটওয়ার্ক হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা।

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ পরিবার সমিতি এবং বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সহযোগিতায় অন্তরঙ্গ শিশু সংগঠন গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'দীপ্ত শপথ' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নতুন প্রজন্মকে শপথ করান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের কিউরেটর মো. নজরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাবি সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. লীনা তাপসী, কণ্ঠশিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক হাজেরা নজরুল, নাট্যজন আব্দুল আজিজ, গীতিকবি শহীদুল্লাহ ফরায়েজী, অন্তরঙ্গ শিশু সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ সুজন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

h³iv‡R¨i A·‡dvW© BDwbfvwm©Uii f~‡Mvj I cwi‡ek wefv‡Mi Aa¨vcK W. ie †nvc MZ 11 Rvbqvwi 2017 DcvPvh© Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏ‡Ki m‡½ Zvi Kvhv©j‡q mv¶vr K‡ib|

যুক্তরাজ্যের ল্যানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক ড. মনোজ রায়ের নেতৃত্বে ১০-সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষক ও গবেষক প্রতিনিধিদল গত ৯ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- তানজানিয়ার আর্ধি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আলফোনস্ জি. কাইসি এবং যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জ্যাম্স রোথওয়েল।

যুক্তরাষ্ট্রের রিসলভ্ নেটওয়ার্কের পরিচালক ক্যানডেস রনডিয়াক্স-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস (সিএএস)-এর অধ্যাপক ড. ওয়েনবিন লিউ-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৯ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

চীনের হেনান প্রদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতি বিভাগের উপ-পরিচালক চেং ঝিয়াংলি-এর নেতৃত্বে ৩৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

কানাডা সাসকেচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. অসিত কে সরকার গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক উৎসব

শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন - -উপাচার্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৬' এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, শিল্পচর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশকে বদলে দেওয়া সম্ভব। সেইলক্ষে মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে মন্ত্রী ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ যে লক্ষে পৌঁছাতে চায় সেখানে পৌঁছতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর কোন বিকল্প নেই।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সংস্কৃতি মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। সংস্কৃতিবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা ছাড়া একজন শিক্ষার্থীকে সৎ ও সুনাগরিক সর্বোপরি দেশপ্রেমিক হিসেবে তৈরি করা সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশুনার কারণেই নৃত্য বা সংগীতের সাথে যুক্ত থাকে কিন্তু এই উৎসবের মাধ্যমে সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে একটি সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। এই ব্যাপক কাজটি দ্রুততার সাথে অনুমোদন ও শেষ করার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় যে আন্তরিকতা দেখিয়েছে ও সহযোগিতা করেছে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উপাচার্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী, সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানম এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান সুদীপ চক্রবর্তী। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কমচারী অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

আলোচনা শেষে বিভিন্ন আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। উৎসবের পক্ষ থেকে অতিথিদের সম্মাননা উপহার তুলে দেন সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানম।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড পেলেন ৬৬জন মেধাবী শিক্ষার্থী

২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে বিএস সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ৮টি বিভাগের ৬৬জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। এ বছর ২১ জন ছাত্র এবং ৪৫জন ছাত্রী এই এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। গত ৫ জানুয়ারি ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নাসরীন ওয়াদুদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠতে আত্মশুদ্ধির চর্চা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধার সঙ্গে সততা ও দেশপ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে তাদের মানবিক মূল্যবোধে দীক্ষিত হতে হবে। মানবিক শিক্ষার অভাবেই সমাজ তথা বিশ্বে জঙ্গিবাদের বিস্তৃতি ঘটেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের হাসিনা তাসমিন মৌটুসী, মিথুন কুমার সাহা, ফারিহা ফারজানা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ইশরাত জাহান বন্যা, চন্দন কুমার দাস, মোঃ ইব্রাহীম খলিল, মোঃ হাসান শেখ, জাকিয়া সুলতানা জুঁই, আফসানা হোসেন, মুহাম্মদ মাহমুদ হাসান, খাজা মারজিয়া মৌ, ফারজানা আক্তার জ্যাক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের নুসরাত জাহান সানজিদা, মুমতাহিনা মুহাম্মদ, সাদিয়া সুলতানা, ফাহমিদা সরকার, ফাতিমা আকতার, নিগার সুলতানা, জে.বি.এম. আয়শা আকতার, চৈতী মোদাক, নুসরাত জাহান তুশি, মোঃ জিয়াউদ্দিন আল মামুন, রাশনা শারমিন, এস.এম. আনোয়ার হোসেন পলাশ, মেহজাবিন রহমান, মৌসুমী আক্তার, তৃষা রানী সিংহ রায়, তাসলিমা আকতার লিমা, ফারহানা নাজনীন, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের তালিতা জাহিন চৌধুরী, হামিদা নওরীন মাহমুদ, প্রতুপ কুমার সরকার, আফতাব উজ জামান নুর, নুসরাত জাহান নোভা, আর-রাফি মোঃ ফয়সাল, তোহফা কবির, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সুমাইয়া আলী রাইসা, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের আয়েশা রহমান, নাদিরা নাজনীন রাখি, এস. এম. তানজিল শাহ, যুথী বিশ্বাস, অনিকা শিমন্থি, শারমীন আক্তার, এ.এস.এম রুবাইয়েত-উল-আলম, শাহনাজ সুলতানা, রিফাত পারভীন, মোঃ আবু সায়েম খান, আখিনুর রহমান, মোঃ বেলাল হোসেন, তুষার-আল-আরাফাত, মোঃ সাজিদ হাসান, মোশাররাত জাহান প্রিমা, শারমিন আহমেদ, আতিয়া বিনতে আমিন, খোন্দকার মোঃ জামিনুর রহমান, সুবর্ণা সন্ধানী দে, উম্মে তামান্না ফেরদৌস, সাইয়েদা বে-নজির, নওরিন তারান্নুম, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের মোঃ মোস্তাভি ইনান ইশিক, সাদিয়া আফরিন আঁখি, জাকির হোসেন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের মোঃ শমির মোন্তাজিদ, হাসান আল রেজা, আফসানা ভূঁইয়া তমা এবং তাসমিয়া ইসলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রীনটেক ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রীনটেক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মধ্যে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন এবং গ্রীনটেক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক লুৎফর রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদ, শক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইফুল হক, গ্রীনটেক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দত্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোঃ এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রীনটেক ফাউন্ডেশন নবায়ণযোগ্য শক্তি প্রযুক্তির উন্নয়নে একযোগে কাজ করবে। এছাড়া, নবায়ণযোগ্য শক্তি, সবুজ-প্রযুক্তি, কালো ধোঁয়া নির্গমন হ্রাসসহ পরিবেশ বিষয়ক নানা ইস্যুতে তারা যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। নবায়ণযোগ্য শক্তি, সবুজ-শিল্পায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন ও গোল টেবিল বৈঠক যৌথভাবে আয়োজন করা হবে। পেশাজীবী এবং স্নাতকদের এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হবে। এছাড়া, গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রীনটেক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তথ্য ও জ্ঞান বিনিময় করবে।

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ কার্জন হল প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইলেট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনীর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ এবং ইলেট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব' বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে -উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে 'বোস লেকচার-২০১৭' গত ১ জানুয়ারি ২০১৭ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বোসের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল আজিজ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রয়াত বিজ্ঞানী অধ্যাপক এস এন বোসের আদর্শ অনুসরণ করে বিজ্ঞান গবেষণা পরিচালনার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই অধ্যাপক এস এন বোস তাঁর অসাধারণ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিশ্বাঙ্গণে পরিচিত করে তোলেন। পদার্থসহ বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য পারদর্শিতার জন্য তিনি নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নজর কাড়েন। পরবর্তীতে তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে যৌথ গবেষণার সুযোগ লাভ করেন। তাঁদের উদ্ভাবিত "বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব" বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এই তত্ত্বই অধ্যাপক এস এন বোসকে অমর করে রেখেছে। অধ্যাপক এস এন বোসের নামানুসারে বিশ্বের অর্ধেক কণাকে 'বোসন্স' হিসাবে রাখা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক এস এন বোস ১৮৯৪ সালে ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেন।

লিওনার্ড চেশিয়ার ডিজ্অ্যাবিলিটি বাংলাদেশ (এলসিবিডি)-এর উদ্যোগে এবং অ্যাননটেক্স ট্রাস্ট ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মাঝে সাদা ছড়ি বিতরণ করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সাদা ছড়ি বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলসিবিডি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। এসময় অ্যাননটেক্স গ্রুপের বিজনেস ডেভেলপমেন্টের পরিচালক কাজী এম এম সারোয়ার উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫